

Issue – 1, 2024

A literary initiative of NIT Durgapur - 1996 batch and their extended family

দুখৰদ্ধ

চারিদিকে মুখোশপরা মানুষের ভিড়। কর্মজগতের আকাশ ছোঁওয়া প্রত্যাশা। দৈনন্দিন জীবনের চাওয়া পাওয়ার হিসাব মেলাতে মেলাতে ক্লান্ত, শ্রান্ত মন যখন প্রাণের আরাম খুঁজতে উদগ্রীব, তখন প্রথমেই মনে পড়ে R.E College-এর ফেলে আসা চারটে বছরের কথা। যেখানে বন্ধুত্ব ছিল স্বার্থ ছিল না, ভালবাসা ছিল প্রত্যাশা ছিল না, ঝগড়া ছিল বিরোধ ছিল না। ফেলে আসা সেই সোনালী দিনগুলো আবার ফিরে পেতে, REC 1996 batch এর বৃহত্তর পরিবারকে সাথে নিয়ে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস, CYNEFIN.

CYNEFIN means "the place where we feel we belong, where the people and landscape around us are familiar, and the sights and sounds are reassuringly recognisable."

আশা করি সবার ভালো লাগবে।

সুদীপ মুখোপাধ্যায় NIT Durgapur, Electrical, 1996 batch



CYNEFIN - Issue 1

Released on 13th July 2024 on the occasion of



NIT Durgapur 1996 Batch







- Painting

Sayam De

Son of Biswajit De, Electrical 1st Year, Purdue University, Indiana, USA





- Poem

Soutisha Mondal

Daughter of Shyam Sundar Mondal, Electrical 2nd Year, Institute of Engineering & Management, Kolkata





- Painting

Ananya Roy

Daughter of Joydip Roy, Electrical
Class V, Ryan International School, New Delhi





- Poem

Ushasee Sarkar

Daughter of Partha Pratim Sarkar, Metallurgy Class X, Delhi Public School, Ranchi





- Painting

Aditi Basak

Daughter of Kaushik Basak, Chemical
Grade 11, Greenwood High International School, Bengaluru





- Poem

Mou Sen

NIT Durgapur, Chemical, 1996 batch Presently located in Kolkata, West Bengal, India





- Poem

Suchismita Bhattacharya

Wife of Anirban Bhaumik, Chemical Principal Process Engineer at AtkinsRealis in Bristol, UK





- Painting

Arko Roy

Son of Joydip Roy, Electrical
Class XII, Ryan International School, New Delhi





- Poem

Souray Dutta

Husband of Mou Sen, Chemical, 1996 batch Presently located in Durgapur, West Bengal, India





- Painting

Adrijaa Sarkar

Daughter of Partha Pratim Sarkar, Metallurgy
3rd Year, National Institute of Fashion Technology, New Delhi





- Short Story

Sanjukta Mukhopadhyay

Wife of Sudip Mukhopadhyay, Electrical M.A in English, passion for music & literature, stays in Mumbai





- Painting

Biswajit De

NIT Durgapur, Electrical, 1996 batch Presently located in Indiana, USA





- Short Story

Bornik Roychowdhury

Son of Kumkum & Tilak Roychowdhury, Electrical 2nd Year, Shiv Nadar Institute of Eminence, Greater Noida





- Handicraft

Joydip Roy

NIT Durgapur, Electrical, 1996 batch Presently located in New Delhi, India





- Poem

Basudeb Acharya

NIT Durgapur, Electrical, 1996 batch Presently located in Kolkata, India





- Short Story

Kaushik Basak

NIT Durgapur, Chemical, 1996 batch Presently located in Bengaluru, Karnataka, India





- Papercut Artworks

Partha Pratim Sarkar

NIT Durgapur, Metallurgy, 1996 batch Presently located in Ranchi, Jharkhand, India





- Short Story

Tilak Roychowdhury

NIT Durgapur, Electrical, 1996 batch Presently located in Kolkata, West Bengal, India

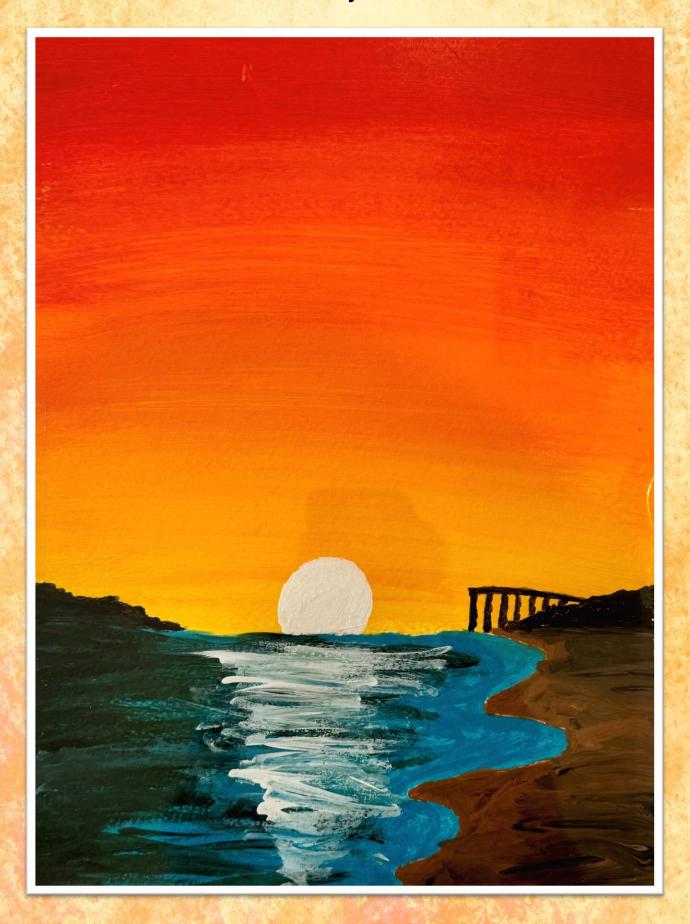
NIT-Durgapur 1996 batch, Reunion 2023



Sunrise

SAYAM DE

a student of 1st Year Purdue University, Indiana, USA



Reunion

<mark>SOUTISHA</mark> MONDAL

The rusty locked drawer of my study desk,
Begrimed from ceiling to the floor,
Sprang out a worn-off farewell photograph of batch 1996,
I rubbed my fingertips on the dusty photo,
And rewound through my memory lane.

The tinted yellow hues of hostel rooms,
Mucky cupboards having speechless messages,
Crave to relish hostel canteen foods,
Nostalgic grand dinner and super dinner,
Got faded away with busy schedules.

Stressless days of Jhups it was ...
I see through these incidents in my mind's eye,
But it disappears before the second gaze.
The impeccable messages on desks of college gallery,
The scribbles of college tables hold endless recollections.

The urge to wander through the lanes
Of Samrat Hotel's dinner,
And the indelible chitchats with each other,
Those pertaining to the hollow of my heart,
Memories that slipped off my sleeve,
Are curled up In enormous heaps.

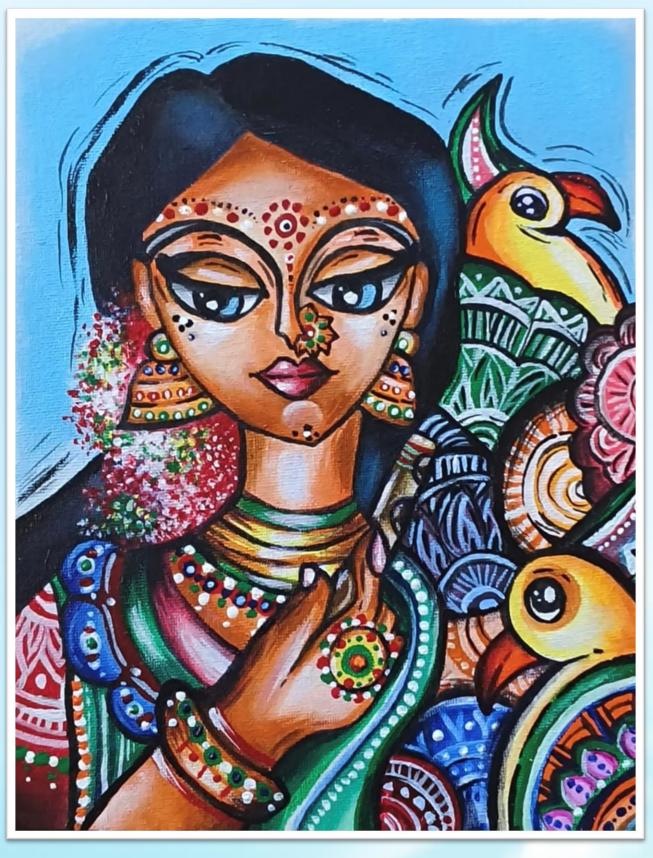
The thought of reunion day end, Is agonizing nevertheless, Our eyes again will sweep in tears, Just as it occurred in 1996 And the last time we will say "Goodbye".

"But every cloud has a silver lining,
And every goodbye has a new beginning"

Madhubani painting

ANANYA ROY

presently a student of Class V Ryan International School, New Delhi



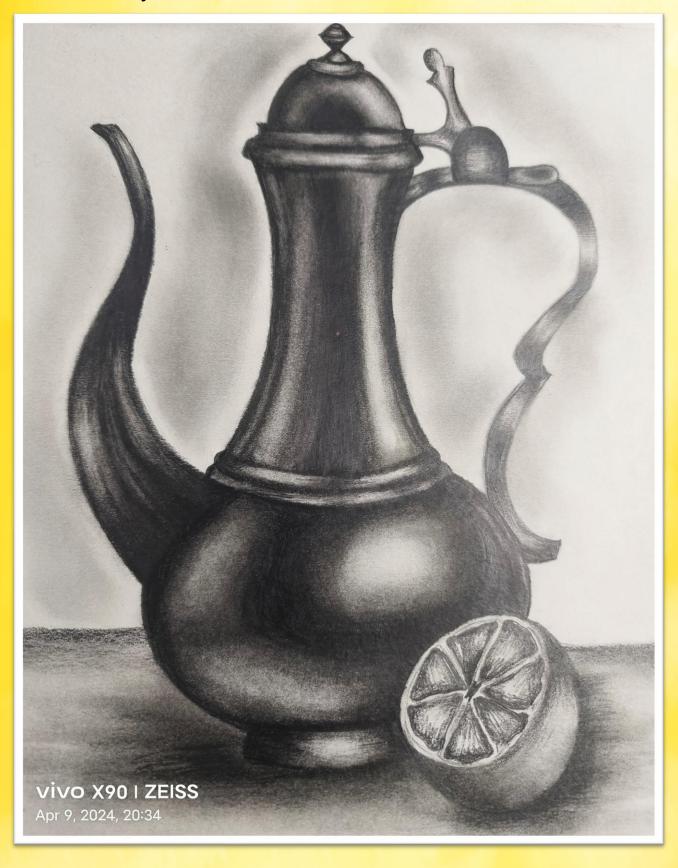
Ananya is the daughter of Joydip Roy, Electrical

3D Sketch

ANANYA ROY

presently a student of Class V

Ryan International School, New Delhi



Ananya is the daughter of Joydip Roy, Electrical

Acrylic painting

ANANYA ROY

presently a student of Class V Ryan International School, New Delhi



Ananya is the daughter of Joydip Roy, Electrical

In the Moon's Embrace

USHASEE SARKAR



"Mom! Look! The moon is following me"
She smiled and patted my head.
I have always loved watching the moon.
"I wish to go there one day", I said.

A decade later, I still miss that little girl. Silly to think she'd ever get to the moon. Brimmed with hopes and desires. She grew up well, but it was too soon.

She wanted to have the moon all to herself
But the moon changes shape
The darkness follows by
How could she ever escape?

The blur extended to my eyes and mind all my thoughts weighed my chest Yet I am dying to tell her, "Take me back to that day, mother dearest".

Diversity

ADITI BASAK

presently a student of Grade 11

Greenwood High International School, Bengaluru



Aditi is the daughter of Kaushik Basak, Chemical

Fauna

ADITI BASAK



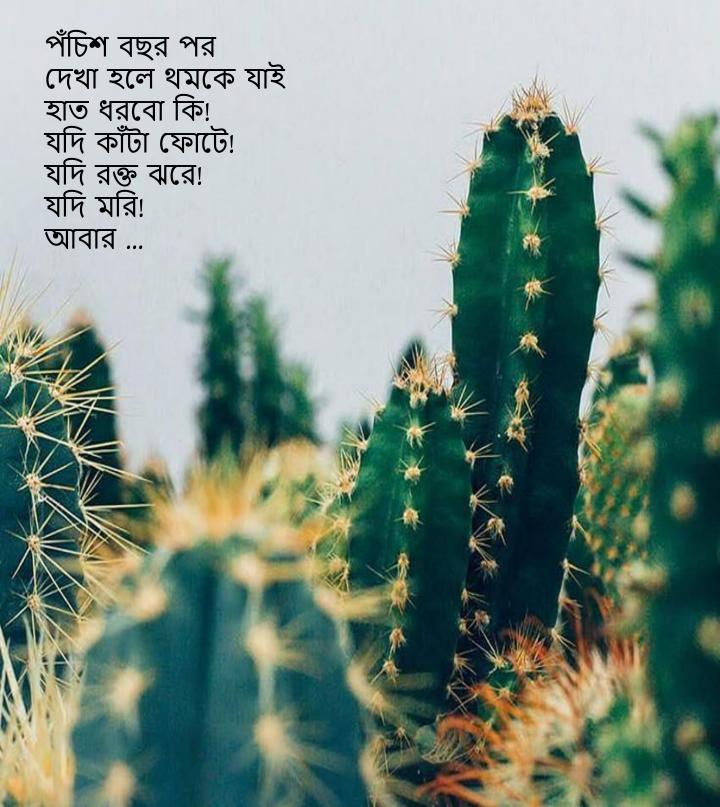




ক্যাকটাস মৌ সেন

বালিয়াড়ি জুড়ে ছোট ছোট কাঁটা ঝোপ বাড়াতে গিয়েও সরিয়ে নিই পা, যদি কাঁটা ফোটে! যদি রক্ত ঝরে! যদি মরি!

মরুভূমির ক্যাক্টাস কখনো মরে না!



RECollians SUCHISMITA BHATTACHARYA

Four years that made a lifetime of memories A treasure trove of forever stories, Of Jhups, of LH, of recstacy and dances Of crushes, of brawls and budding romances

Decades have gone by but the bonds are ever so strong, Doesn't matter where you are, you always belong To an intangible ethos of learning and trying, Of making great strides while supporting and helping

We travel the world but RECollians are never too far, We meet up with families of seniors and juniors at par A local NIT reunion with Khaana and Gaana Be it Mumbai, Seattle, Reading or Kolkata.

I am glad to have shared in equal measure These ties that have brought you joy and pleasure Best wishes to all of you and your alma mater To bestow another generation with knowledge and nurture.

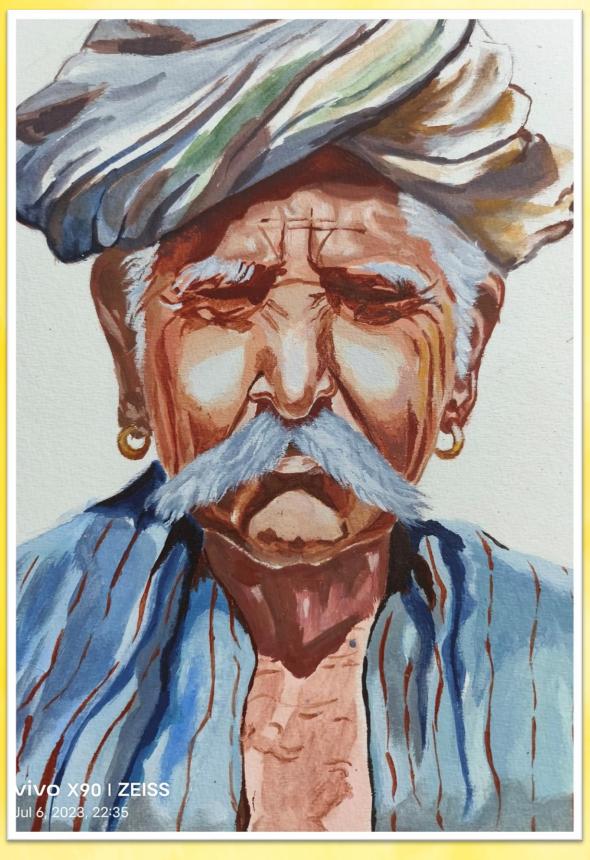


Water colour - advance level

ARKO ROY

Presently a student of Class XII

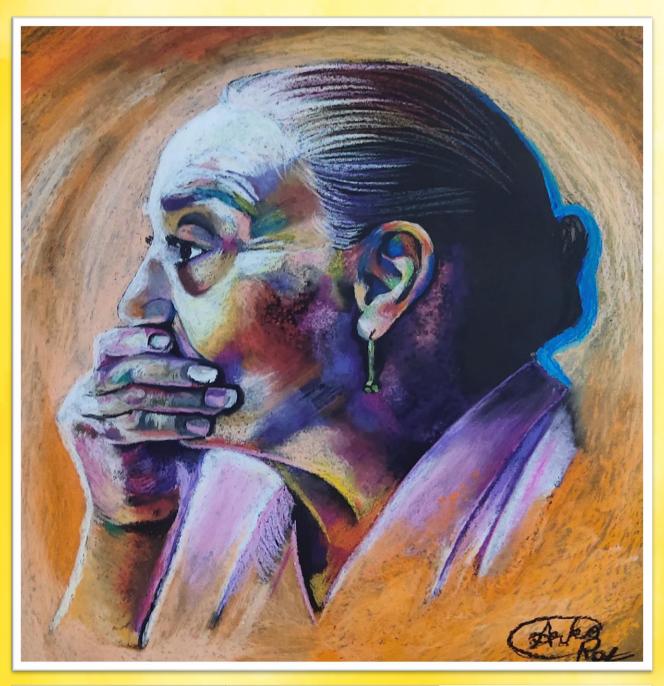
Ryan International School, New Delhi



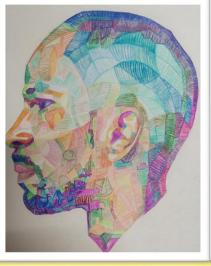
Arko is the son of Joydip Roy, Electrical

Portraits

ARKO ROY





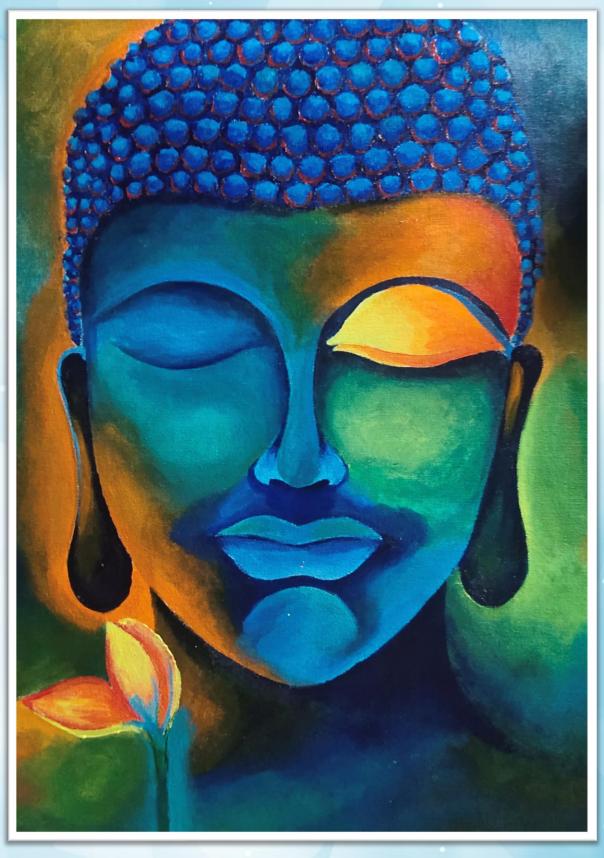




Buddha in Acrylic

ARKO ROY

Presently a student of Class XII Ryan International School, New Delhi



Arko is the son of Joydip Roy, Electrical

আমরা এবং বাবাই সৌরভ দত্ত

বাবাই গেল স্কুলে -হযবরল ভুলে।

স্কুলটি অতি কড়া। অঙ্ক এবং পড়া -একটুও নেই ফাঁকি, সাহেব হওয়াই বাকি।

জীবন ছেঁচে মুক্তো, বিউলি ডাল আর শুকো, ঠাম্মা-দাদার আদর – করছিল যে বাঁদর।

এখন প্রতি মাসে -দূরের বৃদ্ধাবাসে ঠীমা গেটে দাঁড়ায়, সামনে দুহাত বাড়ায়।

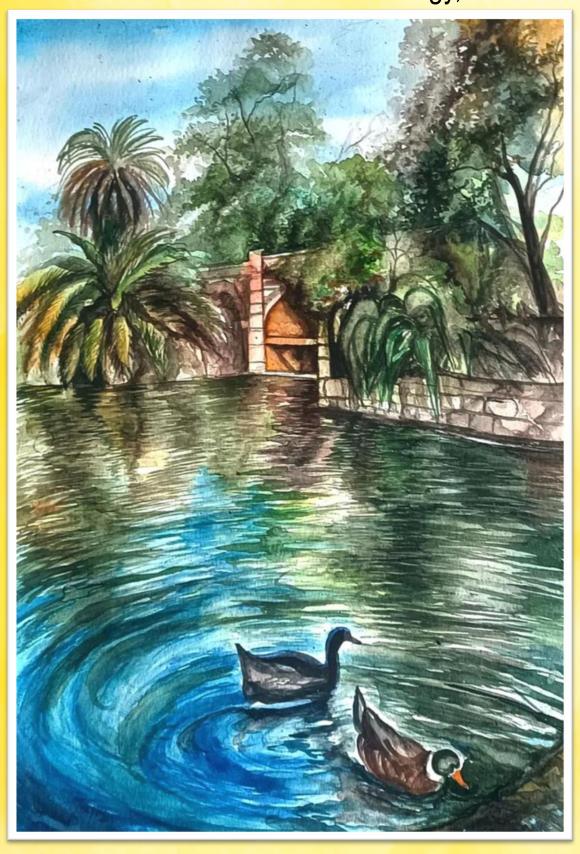
বাবাই হাসে, কারণ? চোখের জলও বারণ!!

In the lap of nature Lodhi Garden, New Delhi

ADRIJAA SARKAR

Presently a student of 3rd Year

National Institute of Fashion Technology, New Delhi



Adrijaa is the daughter of Partha Pratim Sarkar, Metallurgy

Impressions

ADRIJAA SARKAR



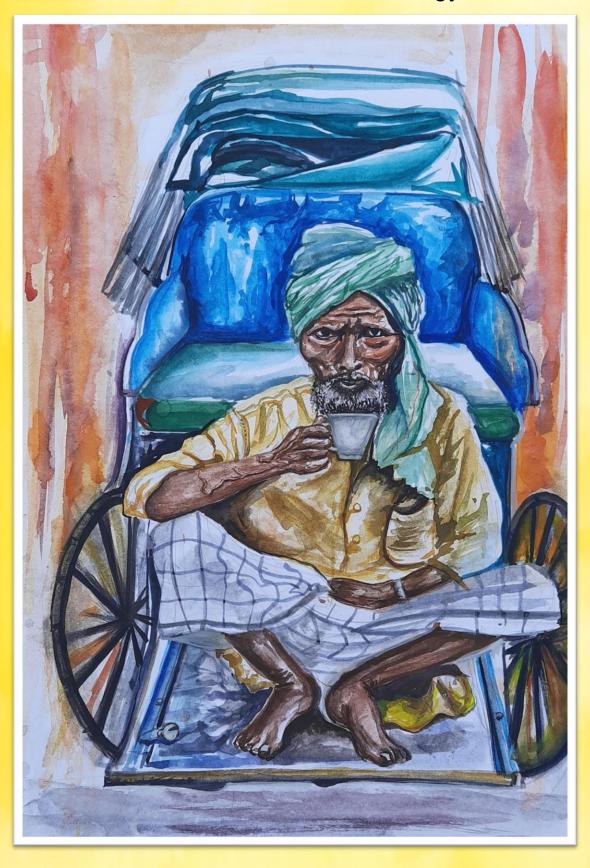


Rejuvenation

ADRIJAA SARKAR

Presently a student of 3rd Year

National Institute of Fashion Technology, New Delhi



Adrijaa is the daughter of Partha Pratim Sarkar, Metallurgy

মনোনিবেশ সংযুক্তা মুখোপাধ্যায়

গত ছয় মাস হলো এই ব্যাংকে চাকরিতে ঢুকেছে অর্চনা নামের মেয়েটি। খুব সাধারণ চেহারা, সাদা মাটা সাজ পোশাক পরে মেয়েটি রোজ অফিসে আসে। চুপচার্প বসে নিজের কাজ সেরে বেড়িয়ে যায় অফিস থেকে। কারুর সাথেই বিশেষ কথা বলেনা। টিফিন টাইমে মোটামুটি অনেকেই জড়ো হয় ক্যান্টিনে। সেখানেও মেয়েটি একটু ফাঁকা জায়গা দেখে বসে। খাবার খেয়ে চুপচাপ উঠে যায়। কেউ দু-একটা কথা বলতে চাইলে সৌজন্য মূলক একটা জবাব দেয়। মেয়েটির এইরকম অদ্ভুত ব্যবহারের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই মেয়েটিকে নিয়ে অনেকের মধ্যে একটু আলোচনাও শুরু হয়ে গেলো। ব্যাংকের অভিজ্ঞ ম্যানেজার সত্যেন রায়ের চোখে ব্যাপারটা এড়ায়নি। একদিন অর্চনাকে ডেকে সত্যেন জিজ্ঞেস করলো তার এখানে কাজ করতে কোনো विश्वविधा राष्ट्र किना। वर्षना वलला ठात काता विश्वविधा राष्ट्रना। ওইখানেই কথা শেষ হয়ে গেলো।

এরপর কেটে গেছে আরো তিন মাস।

সকালে অফিসে ঢুকতেই সত্যেন দেখলো একটা অস্থির পরিবেশ। জটলা করে লোকজন কি সব আলোচনা করছে, একটা চাপা উত্তেজনা সবার মধ্যে। আরো একটু ভেতরে ঢুকতেই নজরে পড়লো অর্চনা হাতে কিছু নিয়ে সকলের উদ্দেশ্যে একটু রেগে কিছু বলছে, 'আমি সকলকে দেখে নেবো !!', এই ধরনের কিছু কথা। সত্যেন চুপচাপ নিজের ঘরে চলে গেলো। তারপর পিওনকে দিয়ে অর্চনাকে ডেকে পাঠালো। একটু বাদে অর্চনা এলো। সত্যেন একটা চেয়ার দেখিয়ে ওকে বসতে বললো। কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসে রইলো। তারপর সত্যেন জানালো, 'দেখুন অর্চনা সব অফিসের কিছু ডেকোরাম আর ডিসিপ্লিন থাকে। আপনার যদি কারুর বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ থাকে আপনি আমায় এসে জানাবেন। এইভাবে অফিসের ভেতর চিৎকার চেঁচামেচি করবেননা। এবার বলুন আপনার কি বলার আছে। থমথমে মুখ করে বসে ছিলো অর্চনা। হাতে করে আনা একটি কার্ড ও কয়েকটি কাগজ রাখলো সত্যেনের সামনে। তারপর বললো, 'স্যার গত কয়েকদিন ধরে এইগুলো আমার টেবিলে কেউ রেখে দিয়ে যাচ্ছে।

সত্যেন জিজ্ঞেস করলো, 'কি এইগুলো?' অর্চনা উত্তর দিলো, 'আপনিই দেখুন স্যার।' সত্যেন কাগজগুলো উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো। একটা গোলাপ ফুলের ছবি দেওয়া কার্ড। তাতে লেখা 'তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাই। আমার তোমাকে খুব ভালো লাগে।'

কয়েকটা ছোট কাগজের টুকরো ছিলো আরো। একটাতে লেখা, 'দেখা করতে চাই অফিসের বাইরের কফি শপে।' আর একটাতে লেখা, 'তোমাকে হলুদ শাড়িতে খুব ভালো দেখায়।' সব লেখা গুলো টাইপ করা। কোনোটাই হাতে লেখা নয়। যে এ কাজ করেছে সে জানতো হাতে লিখলে সহজেই ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে।

সত্যেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো অর্চনার দিকে, 'এসবের মানে কি ??'

অর্চনা তীক্ষ্ণ স্বরে বললো, 'আমিও তো সেটাই জানতে চাই স্যার। গত তিন চারদিন ধরে আমি এইগুলো আমার টেবিলে পাচ্ছি। নয় সকালে, নয় লাপ্ক টাইমের পরে। আমি এর একটা বিহিত চাই, না হলে আমি পুলিশে নালিশ জানাবো।'

সত্যেন শান্ত ভাবে বললো, 'এতটা উত্তেজিত হবেন না প্লিজ। আমি এর একটা ব্যবস্থা করছি। দরকার হলে আমরাই পুলিশে নালিশ জানাবো। আপনি প্লিজ এই নিয়ে আর কারুর সাথে কিছু কথা বলবেন না। আমাকে একটু সময় দিন।'

কি করবে মনস্থির করতে না পেরে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো সত্যেন। তার ব্রাঞ্চে এরকম ঘটনা আগে ঘটেনি। পুলিশ কে জানালে সুনাম নষ্ট হবে। মেয়েটি চাইলেই PoSH (prevention of sexual harassment) এ complain করতে পারতো। কিন্তু কেনো করেনি সেটা নিয়েও ভাবতে হবে। সত্যেনকেও আইনত এ ধরনের ঘটনায় PoSH এর সহায়তা নেওয়া উচিত। কিন্তু সত্যেন হঠকারিতার বশে কিছু করতে চাইলোনা। আর ঘটনাটা এতটাও মারাত্মক নয় যে পুলিশকে বা PoSH এ এই মুহূর্তে জানাতে হবে। মেয়েটা কারুর সাথে সেভাবে মেশেনা। হতে পারে এটা নিছক-ই একটা prank.

কিন্তু কিছু তো একটা উপায় বার করতেই হবে। হঠাৎ একজনের কথা মাথায় এলো। ভাবনাটা মনে আসতেই সত্যেনকে বেশ নিশ্চিত্ত দেখালো। তার ভাইঝি পায়েল। খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। পড়াশোনা শেষ হবার পর একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছে। বেশ কিছু কেসের সমাধান করেছে। সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করার দরুন, ক্রাইম করার সময় মানুষের মনের অলিগলিতে কি ভাবনা ঘুরছে তার বেশ একটা নিখুঁত বিশ্লেষণ করতে পারে পায়েল।

আর কিছু না ভেবে পায়েলকে ফোন করলো সত্যেন।

পায়েল: 'বলো কাকু।'

সত্যেন: 'একটু সময় বার করে আমার ব্যাংকে একটু আসতে পারবি

মা ? ভীষন দরকার।'

পায়েল: 'তিনটের পর হলে চলবে ? আমি ফ্রি থাকবো তখন।'

একটু নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে মন দিলো সত্যেন। সময়মতো পায়েল চলে এলো।

পায়েল: 'বলো কাকু, জরুরী তলব কেনো ?'

সত্যেন: 'আয় মা আয়, বোস। খুব সমস্যায় পড়েছি রে !!!'

পায়েল: 'কাকু ,ব্যাপারটা যদি তোমার ওই ব্যাংক জালিয়াতি বা সাইবার ক্রাইম সংক্রান্ত কিছু হয় তাহলে কিন্তু আমি সাহায্য করতে

পারবোনা। তুমি পুলিশে খবর দাও।'

সত্যেন: 'আরে না রে, এটা অন্য একটা ঝামেলা।'

সত্যেন এরপর পায়েলকে ঘটনাটা খুলে বললো। খুব মনোযোগ দিয়ে পুরোটা শুনলো পায়েল। তারপর বললো, 'কাকু আমায় ওই মেয়েটি আর তার সহকর্মীদের সাথে একটু কথা বলতে হবে। আর গত তিন চারদিনের সিসিটিভি ফুটেজ-টা একটু দেখতে হবে।' সত্যেন জানালো সেসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এর পরের দিন পায়েল আবার এলো ব্যাংকে। একটা ঘর ব্যবস্থা করা হলো এই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। এক এক করে সকলকেই পায়েল কিছু প্রশ্ন করলো । সবার শেষে ডাক পড়লো অর্চনার। মুখে চোখে এক রাশ বিরক্তি নিয়ে অর্চনা এলো।

অর্চনা: 'যা জিজ্ঞেস করার তাড়াতাড়ি করুন। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে।'

পায়েল: 'ব্যাপারটা যখন আপনাকে ঘিরেই, তখন আপনাকে তো একটু ধৈর্য্য ধরে বসতেই হবে অর্চনা। এইবার বলুন সম্পূর্ণ ঘটনাটা।'

অর্চনা: 'আমি তো স্যারকে সবটা বলেছি। আবার কি বলবো?' পায়েল: 'হ্যাঁ, আপনি বলেছেন, কিন্তু আমাকেও বলতে হবে কারণ আপনাদের স্যার এই ইনভেস্টিগেশনের দায়িত্বটা আমাকে দিয়েছেন।' অর্চনা: 'গত কয়েকদিন ধরে আমার টেবিলে ওই কার্ড আর কাগজগুলো কেউ রেখে দিচ্ছে।'

পায়েল: 'ঠিক কতদিন ?'

অর্চনা: 'আজকে শুক্রবার। গতকাল অব্দি। চার দিন পেয়েছি।'

পায়েল: 'কোন সময় এগুলো আপনি পেলেন ?'

অর্চনা: 'দুদিন অফিসে ঢুকেই। আর দুদিন লাঞ্চের পর। টিফিন করে এসে দেখতে পেলাম টেবিলে রয়েছে।'

পায়েল: 'অফিসে কাউকে আপনার সন্দেহ হয় ?'

অর্চনা: 'কেউ আমাকে পছন্দ করেনা। সবাইকে আমার সন্দেহ হয়।' পায়েল: 'সবাই যে বললো আপনি কারুর সাথে মেশেন না, কথা বলেন না। ওরা কথা বলতে চাইলেও আপনি আগ্রহ দেখান না।'

অর্চনা: 'আমি এখানে নতুন। সব কিছুতেই সময় লাগে।' পায়েল: 'ঠিক আছে অর্চনা, আপনি আসতে পারেন। দরকার পড়লে আবার কথা বলবো।'

অর্চনা বেরিয়ে যাওয়া অব্দি পায়েল একদৃষ্টে তাকে দেখতে লাগলো। মেয়েটা যেনো কেমন দুর্বোধ্য, জটিল। জিজ্ঞাসাবাদের কাজ মিটিয়ে পায়েল এলো সত্যেনের সাথে দেখা করতে।

সত্যেন: 'কিরকম বুঝছিস রে মা ? সমাধান করতে পারবি তো ?' পায়েল: 'দেখি চেষ্টা করে। কাকু আজ আসি। আর কাল আমি একটু সিসিটিভি ফুটেজ গুলো দেখবো। ব্যবস্থা করে রেখো।'

পরের দিন পায়েল একটু আগেই চলে এলো। সত্যেন সব ব্যবস্থা করে রেখেছিল। অনেক্ষণ ধরে পায়েল সিসিটিভি ফুটেজ গুলোতে মনোনিবেশ করলো। বেশ কয়েকবার রিওয়াইন্ড ফরওয়ার্ড করে দেখলো। পায়েলের মুখের রেখা চিত্রগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বেশ চিন্তিত মুখে পায়েল তাকিয়ে রইলো স্ক্রীনের দিকে।

কিছুক্ষণ বাদে পায়েল এলো সত্যেনের কাছে। এসে জানালো যে তার আরো দুদিন সময় চাই। সে ব্যাপারটার সমাধান করে ফেলবে। তবে সত্যেন যেনো এই নিয়ে কাউকে কিছু না বলে। পায়েল বেরিয়ে গেলো। বেশ চিন্তিত মুখে কিছুক্ষণ বসে রইলো সত্যেন। তবে সে আশাবাদী যে পায়েল সমাধানের দিকেই এগোচ্ছে। মেয়েটাকে আজ বেশ কনফিডেন্ট শোনালো।

সিসিটিভি ফুটেজে পায়েল যা দেখেছে সেটা সে সত্যেনকে এখুনি জানাতে চাইলোনা। হ্যাঁ, সত্যেন চাইলেই নিজে দেখে নিতে পারতো। কিন্তু পায়েল জানে কাকুর মাথায় অত কিছু আসবেনা। এই দুদিন পায়েলকে বেশ একটু ঘোরাঘুরি করতে হলো। ব্যাংক থেকে ঠিকানা নিয়ে পায়েল গেলো অর্চনার হস্টেলে। অর্চনা একটি ওয়ার্কিং উইমেনস হস্টেলে থাকে। সেখানে গিয়ে ওয়ার্ডেন ও বেশ কয়েকজন বোর্ডারের সাথে কথা বললো পায়েল। জানতে পারলো পায়েল এখানেও খুব একটা কারুর সাথে মেলামেশা করেনা। আর মাঝে সাঝে কিছু একটা তুচ্ছ কারণে ঝামেলা করে। কিন্তু অর্চনার অসুস্থতার কারণে কেউ কিছু বলেনা। কি অসুখ কেউ জানেনা, কিন্তু সবাই শুনেছে কবিতা নামের একটি মেয়ের থেকে। পায়েল জানতে পারলো কবিতা কাছেই একটি স্কুলে চাকরি করে। হস্টেলে ওই একজনের সাথে অর্চনার একটু ভালো সম্পর্ক আছে। পায়েল গেলো সেই স্কুলে। হাতে একদম সময় নেই। আর ঘটনাটার সমাধান না করা অব্দি পায়েল নিশ্চিন্ত হতে পারছেনা। কবিতা কোনো কথাই বলতে চাইছিলনা প্রথমে। অনেক বুঝিয়ে, অর্চনার চাকরি নিয়ে টানাটানি হতে পারে, ইত্যাদি বলার পর কবিতা কথা বলতে রাজি হলো। একটা কফি শপে পায়েল গেলো কবিতাকে নিয়ে।

পায়েল: 'আপনি কতদিন চেনেন অর্চনা দেবীকে ?'

কবিতা: 'পাঁচ বছর। এই বোর্ডিং এ আসার পর থেকে।'

পায়েল: 'উনি তো কারুর সাথে খুব একটা মেশেন না। আপনার সাথে

ঘনিষ্ঠতা হলো কি করে ?'

কবিতা: 'ঘনিষ্ঠতা সেরকম নেই। তবে সদ্ভাব আছে। মানুষকে তো কারুর সাথে কথা বলতে হয়। সেইরকম আমার সাথে টুকটাক কথা হয়।'

পায়েল: 'হমম, বুঝলাম। আচ্ছা অর্চনার অসুখটা কি ?'

কবিতা: 'অসুখ ???? কই কিছু তো নেই।'

পায়েল: 'শুনলাম যে বোর্ডিংয়ে।'

(ভ্রু কুঁচকে গেলো কবিতার কথাটা শুনে)

কবিতা: 'আসলে অর্চনা একটি অনাথ মেয়ে। মা বাবার পরিচয় জানেনা। একটি অনাথ আশ্রমে ওকে কেউ রেখে যায়। সেখানেই ও বড়ো হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। তারপর নিজের চেষ্টায় কিছু কাজ জোগাড় করে এই বোর্ডিংয়ে আসে। সেই চেষ্টা করতে করতে ব্যাংকের চাকরি। স্বাভাবিক ভাবেই একটু মানসিক সমস্যা আছে। ও নিজেও জানে সেটা। তাই নিয়মিত ডাক্তার দেখায়।'

পায়েল: 'সাইকিয়াট্রিস্ট ?'

কবিতা: 'হুমম।'

পায়েল: 'ডাক্তারের নামটা জানতে পারি ?'

কবিতা কিছুতেই বলতে চাইছিলো না। অনেক কাকুতি মিনতি করে, অনেক বুঝিয়ে পায়েল নামটা জানতে পারলো। হাতে মাত্র আর একদিন সময়। পায়েল দেরি না করে ডাক্তার এর ক্লিনিকে ফোন করলো। খুব আর্জেন্ট বলে পরের দিন এপয়েন্টমেন্ট নিলো।

ডঃ অনামিকা একজন মধ্যবয়সী মহিলা। বেশ একটা হালকা হাসির ছোঁয়া রয়েছে তার চেহারার মধ্যে সব সময়। পায়েল কে বসতে বলে তার সমস্যার কথা জিজ্ঞেস করলেন।

পায়েল: 'ম্যাডাম, আপনার কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি ঠিক আমার সমস্যার জন্য আসিনি। আমার একটু অন্য দরকার আছে।' ডঃ অনামিকা: 'ঠিক বুঝলাম না। কি ব্যাপার বলুন তো?'

পায়েল সমস্ত ঘটনাটা সংক্ষেপে জানালো। অনামিকার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়লো। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে উনি বললেন, 'দেখুন পেশেন্টদের ব্যাপারে কারুর কাছে কিছু বলা আমাদের কাছে নীতি বিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু আপনি যখন বলছেন এতে ওর উপকার হবে তাহলে আমি আপনাকে কিছুটা বলছি। অর্চনা is a patient of borderline personality disorder. sattention seeking behaviour এর সমস্যায় ভোগে। সেটাকে অনেক ক্ষেত্রে আমরা বলি histrionic personality disorder. সেইজন্য ওর আচরণ অনেক সময় অতি নাটকীয় হয়ে যায়। ছোট বেলা থেকে সেভাবে ভালোবাসা পায়নি, একটু অবহেলিত, অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত, এই সব কিছু ওর এই সমস্যার জন্য দায়ী। তবে মেয়েটি কিন্তু খুব বুদ্ধিমতী ও সচেতন। ও নিয়মিত আমার কাছে আসে কাউন্সেলিং এর জন্য। এমন কি এই ব্যাংকের ঘটনার পরে ও এসেছিলো। এর বেশি আমি আর কিছু বলতে পারবোনা। আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ এই ব্যাপারটা निरा यात तिभ जनपाना कत्रतन्ना। ७ ८० के कत्र थत थरक বেরিয়ে আসতে। ওকে প্লিজ একটু সময় দিন।'

ডঃ অনামিকাকে ধন্যবাদ জানিয়ে পায়েল বেরিয়ে এলো ক্লিনিক থেকে। একটু খোলা জায়গায় গিয়ে চুপচাপ বসে ভাবলো অনেক কিছু। পরের দিন কাকুকে গিয়ে কিভাবে ব্যাপারটা জানাবে সেগুলো একটু সাজিয়ে নিলো নিজের মনে। তারপর বাড়ি চলে গেলো। আজ আর অন্য কোনো কাজে মন বসবেনা।

পরের দিন সময় মত পায়েল চলে এলো সত্যেনের অফিসে। সত্যেন তো উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল।

সত্যেন: 'সমাধান করে ফেলেছিস ?'

পায়েল: 'হ্যাঁ কাকু। আসলে ওই অর্চনার সাথে প্রথম দিন কথা বলার

সময় আমার কেমন যেনো লাগছিলো। মেয়েটির আচরণ ঠিক সহজ ছিলোনা। তারপর ওই সিসিটিভি ফুটেজগুলো দেখার পর থেকে আমার ওর ব্যাপারে আগ্রহটা বেড়ে গেলো। চারদিনের ফুটেজ দেখলাম আমি। প্রথম দিন অর্চনা ব্যাংকে সবার আগে চলে এসেছিলো। কেউ ছিলোনা তখন অফিসে। নিজের ব্যাগ থেকে একটি কার্ড বার করে টেবিলে রেখে দিলো। পরের দিন দেখলাম আবার ও সকালে চলে এসেছিলো। সেদিনও ব্যাগ থেকে একটা চিঠির মতো কিছু বার করে রেখে দিলো টেবিলে। এর পরের দুদিন ওর আসতে দেরী হয়ে যায়। ও যখন ব্যাংকে ঢুকলো মোটামুটি অনেকেই এসে গেছে। সেই দুদিন ও লাপ্প্র টাইমে একটু পরে খেতে গেলো। যাবার আগে নিজের ব্যাগ থেকে ছোট চিরকুট গোছের কিছু পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রেখে গেলো। চারদিন বাদে শুক্রবার ও এইসব নিয়ে অভিযোগ করা শুরু করলো। আমি সোমবার থেকে এলাম, ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে।'

এতক্ষণ বিস্ফারিত নেত্রে সত্যেন সবটা শুনছিল। পায়েলের কথা শেষ হতেই তার রাগের প্রতিফলন ঘটলো।

সত্যেন: 'আমি এই মেয়েটিকে পুলিশে দেবো। এতো রীতিমত প্ল্যান করে কাউকে ফাঁসানো। আজকে ছোটখাটো অভিযোগ করেছে, কালকে মলেস্টেশন বা রেপ এর চার্জ আনবেনা কেউ বলতে পারে !! এ মেয়ে মোটেই সুবিধের নয় পায়েল। একে বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। Now I get it পায়েল!! ও এই জন্যই PoSH এ কোনো complain করেনি। উফফ, আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কি সাংঘাতিক মেয়ে !!!'

সত্যেন কে শান্ত হতে সময় দিয়ে পায়েল ধীরে ধীরে তার দুদিনের সমস্ত অনুসন্ধানের কাহিনী সত্যেনকে জানালো। সবটা শুনে সত্যেন অনেক্ষণ চোখ বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইলো। পায়েল এক দৃষ্টে তার কাকুর দিকে তাকিয়ে বসে ছিলো।

সত্যেন: 'তুই আমায় কি করতে বলিস ?'

পায়েল একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো। তারপর জানালো, 'তোমায় আপাতত কিছুই করতে হবেনা। কিছুদিন দেখো। মেয়েটি তো নিজে সচেতন। ওকে একটু সময় দাও। স্বাভাবিক ব্যবহার করো ওর সাথে। আগামী দিনে কোনো অফিস গেট টুগেদার-এ ওকেও ডেকো। ওকে দূরে সরিয়ে দিওনা কোনোভাবে। তারপর দেখা যাক। আবার কিছু সমস্যা হলে তখন ভাবা যাবে।'

এই বলে পায়েল বিদায় নিলো। সত্যেন চুপচাপ বসে ভাবতে থাকলো।

সত্যেন আর পায়েলের যখন কথা চলছিল, সেই সময় ওই ঘরে যে একজন তৃতীয় ব্যক্তি ছিলো, সেটা দুজনের কেউ ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি। সে ব্যক্তি ঢুকেছিল সত্যেন কৈ দিয়ে কিছু কাগজপত্র সই করাতে, কিন্তু এই আলোচনার কথা কানে আসতে নিঃশব্দে একটি আলমারির পিছনে লুকিয়ে পড়ে। এক সময় ঘর থেকে বেরিয়ে যায় এইরকম নিঃশব্দে। সে ব্যক্তির নাম অসিত দাস। সে এই ব্যাংকের-ই এক কর্মচারী। শান্ত, চুপচাপ স্বভাবের মানুষ এই অসিত। অনেক সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে আজ একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে। অর্চনার বড় হয়ে ওঠার কাহিনীর সাথে পুরোপুরি না হলেও কিছুটা মিল আছে অসিতের কাহিনীর। খুব ছোটবেলায় মা কে হারায় অসিত। বাবা আবার পুনর্বিবাহ করে। এই নতুন মা তাকে খুব একটা পছন্দ করতে পারেনি। নিরুপায় হয়ে বাবা তাকে পাঠিয়ে দেয় দূরের এক হস্টেলে। ছুটিতেও তার বাড়ি আসা নিষেধ ছিল। এইভাবেই হস্টেলে, বোর্ডিংয়ে দিন কেটেছে। আত্মীয় স্বজনরাও মা এর মৃত্যুর পর আর বিশেষ যোগাযোগ রাখেনি। এক বছর আগে বাবারও মৃত্যু হয়েছে। বলতে গেলে এই পৃথিবীতে অর্চনার মতো অসিতও খুব একা। অর্চনার কাহিনী অসিত কে কোথায় যেনো গিয়ে আঘাত করলো। সে ঠিক করে ফেললো এই মেয়েটির ব্যাপারে একটু মনোনিবেশ করবে।

এরপর থেকে ক্যান্টিনে অর্চনার টেবিলে অসিতকে নিয়মিত দেখা যেতে লাগলো। অর্চনা প্রথম প্রথম বেশ বিরক্ত হতো, কিন্তু তারপর থেকে দুজনের টুক টাক কথা হতে লাগলো। অফিস ছুটির সময় দুজনকে একসাথে পথে দেখা যেতো।

ব্যাংকের বাকি কর্মচারীদের মধ্যে এদের নিয়ে একটু কানাঘুষা শুরু হয়ে গেলো। সকলেই মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেলো যে অর্চনাকে ওই চিরকুটগুলো অসিতই দিয়েছিলো। অসিতের মতো শান্ত স্বভাবের মানুষের পেটে পেটে যে এতো কিছু ছিলো সেটা ভেবে সকলেই বেশ অবাক। প্রেমে পড়লে মানুষ যে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে অসিত সেটাই প্রমাণ করলো।

কিছুদিন সমুদ্র একটু উত্তাল থাকে, তারপর আবার শান্ত হয়ে যায়। সেইরকমই, কিছুকাল মানুষ কোনো ব্যাপার নিয়ে একটু মগ্ন থাকে, তারপর ধীরে ধীরে আবার সব ভুলে গিয়ে সময়ের স্রোতে ভেসে যায়। অসিত আর অর্চনা কে নিয়ে আর বিশেষ কেউ আলোচনা করেনা । ওদের ব্যাপারটা এখন সবার কাছে পুরনো হয়ে গেছে। এইভাবে কেটে গেলো বেশ কিছু দিন।

এক বছর পরে

সত্যেন এক মনে নিজের কম্পিউটারে কিছু কাজ করছিলো – 'ভেতরে আসবাে স্যার ?' আওয়াজ পেয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে সত্যেন দেখলাে অসিত দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে। 'হ্যাঁ, এসাে।' একটা চেয়ার দেখিয়ে অসিতকে বসতে বললাে সত্যেন। 'কিছু বলবে ?' অসিত লাজুক লাজুক মুখে ব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে সত্যেনের হাতে দিলাে। সত্যেন দেখলাে একটা বিয়ের কার্ড। 'সামনের মাসের পনেরাে তারিখে আমার বিয়ে স্যার। প্লিজ আসবেন।' সত্যেন মুখে একটা হাসি টেনে এনে জানালাে, 'আমি তাে খুব একটা যাইনা এইসব অনুষ্ঠানে, শারীরিক একটু সমস্যা আছে, তবুও চেষ্টা করবাে।' অসিত আবার বললাে, 'কার্ডটা দেখুন একটু স্যার, কেমন হয়েছে। আমার তাে বাড়িতে কেউ নেই, তাই সব কিছুই নিজেই ব্যবস্থা করছি।'

সত্যেন খুললো কার্ডটা। বেশ ভালই দেখতে, পালকিতে করে বউ যাচ্ছে এইসব ছবি দিয়ে সাজানো। তারপর ভেতরের লেখাটা পড়তে গিয়ে পাত্রীর নামের জায়গায় চোখ আটকে গেলো সত্যেনের। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অসিতের দিকে তাকালো সত্যেন। মুচকি হেসে চোখ নামিয়ে নিলো অসিত। তারপর জানালো, 'আমাদের অফিসের অর্চনা, স্যার। ওকেই বিয়ে করছি। গত একবছর ধরে মেলামেশা করছি আমরা দুজনে।'

সত্যেন কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু নিজেকে সংযত করে নিলো। ব্যাক্তিগত কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলাটা তার রুচিতে বাধে। মুখে একটা হাসি টেনে এনে সত্যেন বললো, 'বাহ্ খুব ভালো। তোমাদের নতুন জীবনের জন্য শুভেচ্ছা রইলো। আমি অবশ্যই চেষ্টা করবো যেতে।'

হাসি মুখে নমস্কার জানিয়ে অসিত বিদায় নিলো।

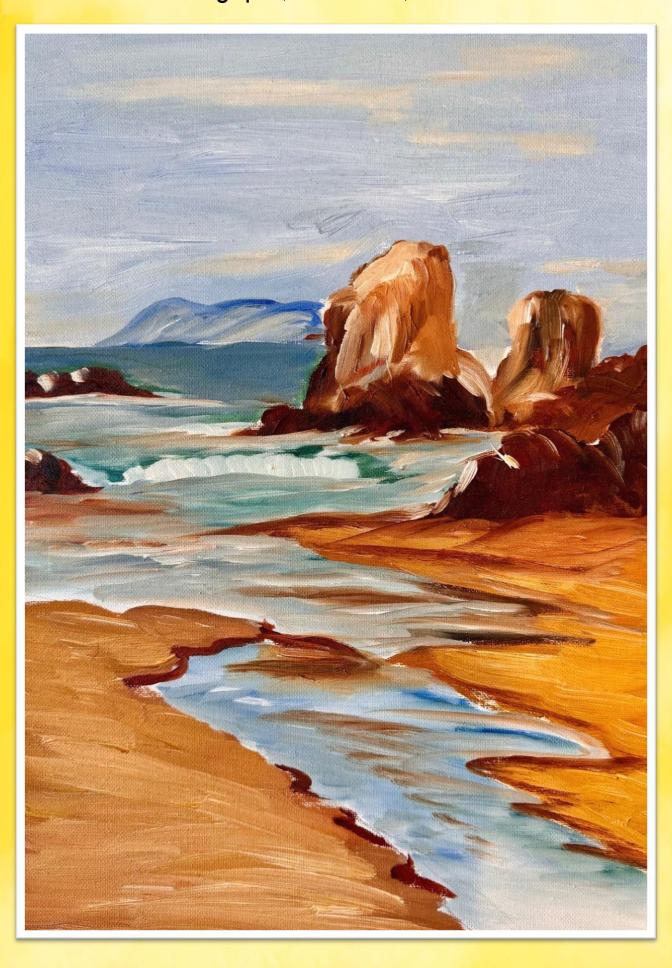
নিজের কাজে মন দেবার চেষ্টা করলো সত্যেন। কয়েকটা খটকা আর আশঙ্কা মনের ভেতর ঘুরপাক খেতে লাগলো, তবুও নিজের মনকে শান্ত করার চেষ্টা করলো। জীবন পরিবর্তনশীল। প্রতিটা মুহূর্তে আমাদের জীবনে অনেক কিছু নতুন ঘটে যায়। প্রতিদিন নতুন রূপে জন্ম নেয় মানুষ। অসিত আর অর্চনাও এই জীবন স্রোতে ভেসে গিয়ে নতুন রূপে, নতুন ভাবে তাদের জীবন সাজিয়ে তুলবে।

সত্যেন আরেকবার কার্ডে তারিখটা দেখে নিলো আর ঠিক করলো একটা উপহার কিনে রাখবে। সেদিন একবার ঘুরেই আসবে বিয়ে বাড়িতে। এই বিষয় আর চিন্তা না করে নিজের কম্পিউটার স্ক্রিনে মনোনিবেশ করলো সত্যেন।

The Brook

BISWAJIT DE

NIT Durgapur, Electrical, 1996 batch



Landscapes

BISWAJIT DE

NIT Durgapur, Electrical, 1996 batch





A summit of the soul

BORNIK ROYCHOWDHURY

Amelia had always been drawn to the mountains. Their majestic peaks and tranquil valleys seemed to hold secrets of the universe, and she yearned to uncover them. But this was no ordinary journey; it was a spiritual quest masked as a climb to the top of Mount Serenity. Little did she know that this adventure would challenge her physical strength, and her mental fortitude.

Standing at the foot of the mountain, she glanced at the towering structure that lay ahead and was filled with dread as a chill crept up her spine. This environment was far from what she was used to back at home, and a cloud of doubt cast its shadow over her. Out of the blue, she felt a voice of reason, urging her to face her problems rather than shy away. She decided to give her best effort at scaling the mountain, and it began – the journey of a lifetime.

As Amelia began her ascent, she thought of all the possibilities for her. She thought of all the good thrilling moments that the voyage would accomplish, so her mind was brimming with excitement, a stark contrast from how she felt initially. Alas, this air of optimism didn't last very long.

The path ahead was rugged and steep. The weight of Amelia's backpack pressed heavily against her shoulders, and the sharp and frigid winds screeched past her ears. With each step and passing second, doubt crept back into her mind. "Can I really do this?" she wondered. But she shook off her uncertainty, reminding

herself that this journey was about more than just reaching the summit – it was about discovering the depths of her soul.

As the days went on, the challenges multiplied. The terrain grew even more treacherous, with slippery slopes and unpredictable weather. Amelia's determination was tested as rain soaked her clothes and mud-caked her boots. She slipped and stumbled till her body ached with exhaustion. The following days presented new challenges. Amelia faced a steep cliff that seemed impossible to climb. She felt her heart race as she stared at the sheer wall of rock before her. Fear overwhelmed her, and she decided she was done for the day, opting instead to try her climb the next morning.

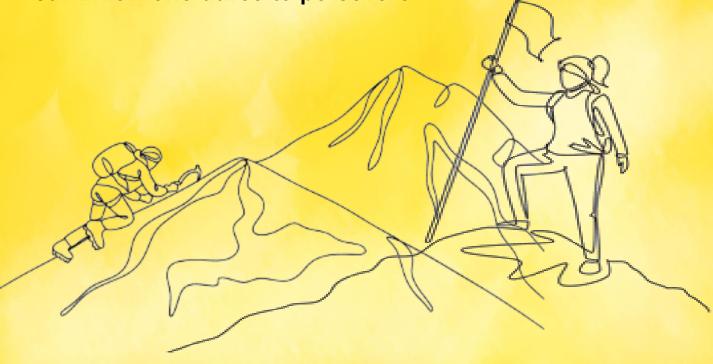
That evening, as Amelia sat by her flickering campfire, she was engrossed in deep thought. She was at her farthest physically but at her lowest mentally. Amelia had neither the excitement of setting out on a new adventure nor the satisfaction found in nearing its' completion and thus found herself in an area of grey. Just as one may give up on a waning flame and embrace the cold and dark, she considered calling off her journey and making peace with her half-hearted attempt. However, the reassuring inner voice within her urged her to instead fan and feed the flame with the aspirations, goals, and visions she set out with. As the first rays of dawn washed over the horizon, she began ascending the cliff with newfound resolve, finding handholds and footholds she hadn't noticed at first. She conquered the cliff, step by step - a triumphant symbol of overcoming her inner obstacles.

The final stretch to the summit was the most gruelling. Amelia's body was pushed to its limits, her muscles

protesting with every movement. Yet, her determination burned brighter than ever. She remembered the lessons she had learned on this journey – the importance of perseverance, the power of self-belief, and the necessity of embracing discomfort for growth.

At long last, Amelia stood atop Mount Serenity. The wind that once stung her face now felt like a gentle caress. The view stretched before her, a breathtaking panorama of valleys and peaks. As she stood among the clouds, tears welled in her eyes as she realized that the mountain had been a mirror of her transformation. She had faced physical setbacks that mirrored the mental obstacles she had overcome and emerged stronger and wiser.

As Amelia descended the mountain, she knew that her journey was far from over. Life would continue to throw challenges her way, but she would have been reinforced by the lessons she had learned on this voyage. With each step down, she left behind footprints and a legacy of resilience and growth. As she walked away from Mount Serenity, she carried the mountain's serene spirit, a reminder that every setback can lead to a triumphant summit if one dares to persevere.



Handicrafts Bottle art & 3D Origami

JOYDIP ROY

NIT Durgapur, Electrical, 1996 batch







3D origami - Flower Vase

JOYDIP ROY

NIT Durgapur, Electrical, 1996 batch



রিইউনিয়ন বাসুদেব আচার্য

কে একটা রিওয়াইভ বাটন টিপে দিতেই প্যাভিলিয়ন থেকে দেখা ক্রিকেট পিচটা চওড়া আর বড় হতে হতে মেস ব্লক আর মেইন ব্লকের মাঝের কানেক্টর হয়ে গেলো ।

কাগজের অফিসের একটানা বেজে চলা টেলিপ্রিন্টারের মতো; সারাক্ষণ হইচই, হাসির বুদুদ, আর অনুমতিহীন, যেকোনো কারোর রুমে আড্ডাময় ঢুকে পড়া যখন তখন। এইসব ছোটো ছোটো মূহুর্তরা স্ট্যাম্প অ্যালবামে

কঠিন অঙ্ক ও সোজা হয়ে যায় ন' জনে মিলে একটা সিগারেট; কাউন্টারে কাউন্টারে সমান ভাগ হয়ে গেলে । আর ঐ অন্তহীন রেকারিং - ওটা বন্ধুত্ব ।

অন্ত, নাড়, সিংজীরা হল অফ ফেমে থেকে যাবে জানি। এই প্যাভিলিয়ন থেকে আরো একবার ওই মাঠে নামতে ইচ্ছে করে, প্রদর্শনী ম্যাচই হোক তবে;



Memoirs KAUSHIK BASAK

'The Greek word for "return" is nostos. Algos means "suffering. So nostalgia is the suffering caused by an unappeased yearning to return.'

Drops of rain cluttered on the wide and relatively empty roads, as a teenager (say, B) with his dad beside him took the first tentative steps towards the tall and imposing gate of an Institute he didn't know much about. This was a time before the internet revolution and online era; this was a time when life-changing decisions were taken by word of mouth - some relative's son's friend, who was deemed very bright and prosperous, had suggested that if someone was Chemistry, he should study Chemical in Engineering - and B's career choice was cast in stone. The only newspaper article B came across dealt with the ragging in the college which was quite unnerving! The teenager walked inside the gate with an equal mix of nervousness, fear, dreams and aspirations. A slow walk to Hall 2 with stares and comments from the seniors and the worries deepened- was this the right decision? Do I belong here? The rain seemed to get heavier. Somewhere, nearby, there was a sound of thunder!!

Walking into the common area, B & his dad faced a heavyset gentleman who checked the documents and asked only one question - do you know anyone who you would like to share a three seater room? After an imperceptible nod from B, which could mean anything, a room on the 2nd floor was allocated which would be

his home for the next two years. He had a shocking expression on his face as he entered the room and spotted a little older-looking guy jumping with a lot of intent on an iron bed which seemed to survive the onslaught and a very slim young-looking guy trying to measure the length of the room with baby steps, both being encouraged by scary looking seniors. B was now very afraid as he kept his bedding and suitcase on the middle bed and bid goodbye to his dad. Did the rain get heavier or were those tears in his eyes, as he bid goodbye to his dad – the only connection with the world he knew so far? No one knew! Back to the room and the journey starts.

"In a hostel, you don't just share a room; you share stories, laughter, and memories."

The initial days were full of fear and anticipation of what would come next - squatting, viva, slapping or getting lucky? Luckily for B, his roommates turned out to be diametrically opposite but equally likeable guys, as were the buddies in the next room - the Englishspeaking hero, the slightly healthy serious guy and the interesting character from the western part of West Bengal. The classes started - one of my roommates won't attend any lecture and spent most of the time reading letters from a special friend in Kolkata and the other would wake up at 3 am to start studying, especially English. The ragging reduced in intensity and frequency and the instinct created a group of wellknit friends, who would stay through thick and thin (or so was the belief)! The most interesting part of the batch was the group's diversity - there were students from almost all over the country and some

even beyond! The location was not only the divergent factor – there was an equal mix of studious / lazy, meritorious / dull, extrovert / introvert and aggressive / passive students but most importantly, they gelled like life-long friends, starting from the "activities" during the power cuts (remember Mosh Pal?) to "preparing" for the exams (micro-xerox chothas, with an index)! Of course, there was a huge increase in demand for tea and other substances during the exams to keep the brains & mind active!

And, time flew! The rainy season gave away to the chilly winter months! There were quite a few highlights which became a part of the routine, and the memorable ones were the special dinner event in the mess, Antu's & Anant's jhoops for sweet French & smoke (for many) in between the classes, Samrat/ Super nights, Gandhi More visits for samosa & tea, spending time at a neighboring girls' college, regular visits to AC & DC and shopping at Bench! The LH was the center of many discussions, especially involving those who had more access than the others. The biggest event of those times which everyone looked forwarded to was the weekend travels to the hometowns for those who stayed in/ around Kolkata besides the fun of traveling in AC coaches without tickets, there were lot of other experiences and memories, some of which would impact and stay for the rest of their lives. Of course, classes also took place in between all these activities! And, yes, of course, the signature campaigns and rumours of plague - all to ensure the postponement of the semester exams! Also, time to move to the single rooms in different hostels. This was also the time to

demonstrate the life skills learnt during the engineering – an Electrical Engineer tried to change the fuse in the washroom which led to the power cut of the entire block, a Civil engineer designed a structure for a hall event which collapsed immediately and many more! And, now it is hot and humid summer time.

"Oh when I look back now / That summer seemed to last forever / And if I had the choice / Ya - I'd always wanna be there / Those were the best days of my life"

The days of masti and fraternity, the promises of lifelong bonding and friendship ended suddenly as it was possibly too good to be true forever as B & others found themselves at the crossroads of political issues leading to a vertical split among the group of the friends. It started with election campaigning, using strong words and stronger sentiments, and, it ended with drunken brawls and threatening calls involving bed rods and deep scars in the minds. Those who were indispensable mates for walking upto Gandhi More now avoided seeing each other's faces, and signs of discontent frustration brewed and across community. The saddest part of the story was the involvement of some of the Professors who would support one group or the other, and, never tried to mend the differences. There was even a sine die affecting all the students, as the frictions and fractions kept on increasing! But, as they say, life goes on and time turned out to be the biggest healer, as, the final semesters approached. The time for summer internship, the time for final BT project, the time for final viva voce and most importantly the time for campus selection! Standing with trepidation in white

shirts, black trousers and a tie – with polished shoes for the first time in 4 years - as B's dear friend used to say, "catering group", the students used to wait for the outcomes. All the good news was celebrated across the wings and blocks, followed by treats at the expensive hotels! Most of the people got placed or positions for higher studies.

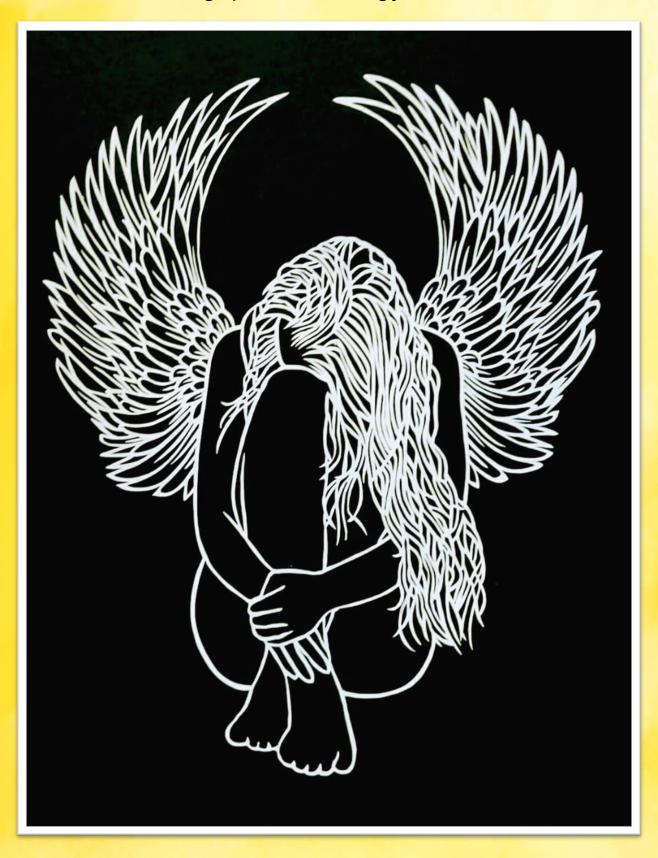
And, then, before the blinking of the eyes, it was time to say good bye to the home for four years - B wasn't sure whether he was sad or happy, excited or depressed, as the curtains were drawn and he boarded the Black Diamond Express with his five near and dear friends one last time, and, with a valid ticket. As the train made its way through the dark tracks towards Burdwan, one of them - in fact, the jolliest one broke into tears all of a sudden, and, then the dam broke loose for all as the reality dawned. As if on a cue, it started raining outside. Possibly, they would not be meeting each other in the near future, or, even in the distant future. The time-hardened daily passengers of the train gave them the space and the time to reflect, as the destination neared. They would now move to faraway locations from Mumbai and Kolkata to Kanpur and Haldia. Who knows what will happen to their future? Who knows who would be around in 25 years' for a get-together?

However, B knew for certain that the friends, the place, the memories and the time would stay back – the first stay outside home, the first set of friends who knew and understood him so well, the first love, the first fight with the authorities, the first roadblock, the first job and so many firsts.....!

"Sometimes you will never know the value of a moment until it becomes a memory."

PARTHA PRATIM SARKAR

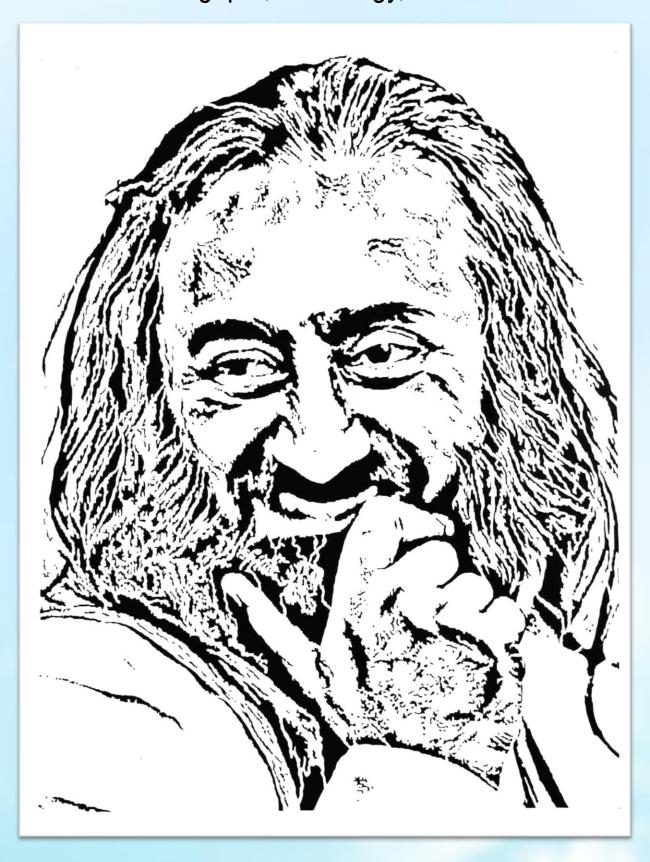
NIT Durgapur, Metallurgy, 1996 batch



Enslaved Dreams

PARTHA PRATIM SARKAR

NIT Durgapur, Metallurgy, 1996 batch



Portrait

PARTHA PRATIM SARKAR

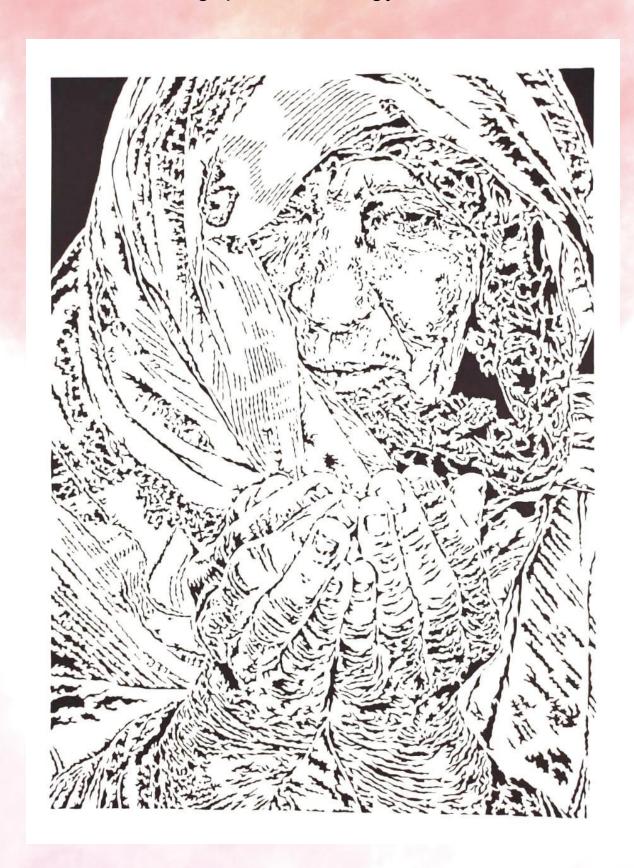
NIT Durgapur, Metallurgy, 1996 batch



Restless

PARTHA PRATIM SARKAR

NIT Durgapur, Metallurgy, 1996 batch



Prayer

PARTHA PRATIM SARKAR

NIT Durgapur, Metallurgy, 1996 batch



Leaf Skeleton

যাত্রা তিলক রায়চৌধুরী

শৌণকের সিট্-টা ভালই জুটেছিল। একদম শেষের সারি। পিছনে ভাল গদি। পাশেই বড় জানলা।

দিনের বেলায় যাত্রা। জানলার বাইরে তাকাল শৌণক। প্রকৃতি নানা রূপে, নানা বর্ণে হাজির হচ্ছিল ওর সামনে। কখনও ফুলে ভরা গাছ, কখনও নদী, পর্বত, জনবসতি, কখনও আবার বিস্তীর্ণ ফসলভরা ক্ষেত। পড়ন্তবেলায় কলসী কাঁধে গ্রাম্য বধুরাও ওর চোখে পড়েছিল। তবে চোখেই পড়েছিল মাত্র। পলকের মধ্যে তারা পিছনপানে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

শৌণকের গন্তব্যস্থলে পৌছাতে বেশী দেরী নেই আর। ইতিমধ্যেই কত সহযাত্রীরাই যে নেমে পরেছেন - খেয়াল করেনি ও। এবার ওর নামার পালা। তবে যাত্রাটা খুব উপভোগ করছিল শৌণক। শেষের সারিতে গদিওয়ালা সিট্ – পাশেই বড় জানলা।





Now this is not the end.

It is not even the beginning of the end.

It is perhaps, just the end of the beginning

And till we meet again wishing the entire batch of 1996 and their extended family best wishes in all you endeavors

